অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

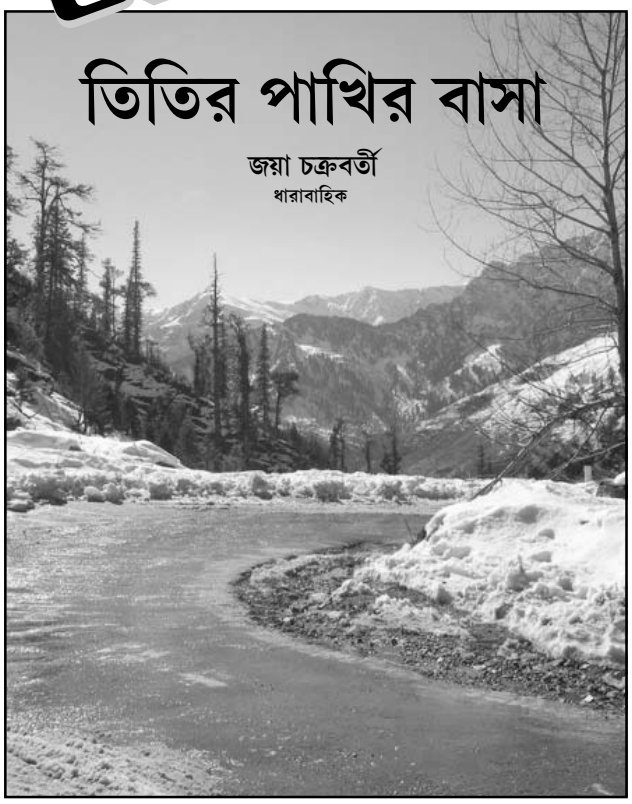

তিতির পাখির বাসা

জয়া চক্রবর্তী

ধারাবাহিক

—কিরে তিতির তুই এখানে? উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল তুহিন।

তুহিন তিতিরের কলেজের এক ক্লাস সিনিয়র। কলেজের চেন্নাই ট্যুরে ওরা একসাথেই ছিলো। কলেজে পড়াকালীন কখনও তুহিনের সাথে কথা বলেছে বলে তিতিরের মনে পড়ছে না। তবে অনেকবারই ওরা মুখোমুখি হয়েছে। কখনও কলেজ ক্যান্টিনে, কখনও বা লাইব্রেরি, কখনও বা বাসস্ট্যান্ডে।

তুহিনের মুগ্ধ চাউনি চোখ এড়ায়নি তিতিরের। তিতির সৌজন্যের দেঁতো হাসি মুখে এনে বললো, হানিমুনে এসেছি আমরা। বলেই আর না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলো রাস্তা ধরে।

কলেজের প্রথম দিন থেকেই মেয়েটাকে মনে ধরেছিল তুহিনের। কিন্তু সাহস করে আর মনের কথাটা বলে উঠতে পারেনি।

ভেবেছিলো চাকরি বাকরি জোগাড় করে একেবারেই বিয়ের প্রপোজালটা দেবে।

তুহিন এখনও চাকরি পেল না, অথচ তিতির বিয়ে করে একেবারে হানিমুনে এসে পড়লো। মেজাজটা বিগড়ে গেল তুহিনের।

চত্তীগড়ে ওর একটা ইন্টারভিউ ছিল। সেটা দিয়ে এই দিন দুই হল ও একা একাই মানালি এসেছে। কী দরকার ছিল, আবার দেখা হওয়ার? বুকের ভিতরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল তুহিনের।

আচ্ছা, তিতির হানিমুনে এসেছে বলল, কিন্তু একা কেন? ওর হাবিকে তো সঙ্গে দেখলাম না। কথাটা মাথায় আসতেই তুহিন পা চালিয়ে তিতিরের সামনে চলে গেল।

আজ প্রকৃতির কোলে এসে তুহিনের মধ্যে কোনও জড়তা নেই।

তিতিরের কাছে সরাসরিভাবে জানতে চাইলো, তোর হাবি কোথায়? কোন হোটেলে উঠেছিস তোরা?

তিতির মিথ্যে সাজিয়ে গুজিয়ে বলতে পারে না, তাই সে চেষ্টায় না গিয়ে বলল, ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে, বলেই বেড়িয়েছি। তবে হোটেলের নামটা এখন মনে পড়ছে না আমার।

তুহিন অবাক, বলে কি মেয়েটা! বলল, সেকিরে ফিরবি কি করে তাহলে? তিতির হেসে বলল, ফিরে যাব, চাপ নিও না।

তুহিন বলল, আরে আমার তো একটা দায়িত্ব আছে, আমি তো আর অচেনা জায়গায় তোকে এইভাবে একা ছেড়ে দিতে পারি না। একটু থেমে আবার বলল, তুই মনে করে বল, হোটেলের আশেপাশে কোনও দোকানের নাম মনে আছে কিনা?

তিতির বিরক্ত, কে দিয়েছে তুহিনদাকে দায়িত্ব? তুহিনদার এই আগ বাড়িয়ে আদিখ্যেতা দেখানোটা তিতির একেবারেই পছন্দ করে না।

এই প্রথম সুদর্শন সাথে নেই বলে তিতিরের খারাপ লাগালো।

ও বুঝতে পারে, ওই শান্ত শিষ্ট মানুষটি সত্যিই তিতিরকে কেয়ার করে, ভালোবাসে।

এই যে তিতির হারিয়ে যাচ্ছে, সেটা তো এই জোরেই যে সুদর্শন ওকে ঠিক খুঁজে নেবে।

তিতির তুহিনের কথায় উত্তর না দিয়েই নিজের মতো হাঁটতে থাকলো। দেখতে দেখতে আরএকটা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ওটা মানু মন্দির। সুদর্শনের মুখে শুনেছিলো, মানালির আশেপাশেই দেখবার মতো অনেক জায়গা আছে, সেগুলো হেঁটে হেঁটেই কভার করা যায়।

আচ্ছা তিতির তোর মনে আছে, প্রথম দিন কলেজে তুই কোন ড্রেস পরে এসেছিলি? তুহিনের আচমকা প্রশ্নে অবাক তিতির।

বিরক্তিটা আড়াল করে ছদ্মহাসি টেনে বললো, না।

তুই পড়েছিলি ব্ল্যাক টপ আর ডিপ ব্লু-জিন্স।

তিতির হেসে বলল, হবে হয়তো। জানিস সেদিন থেকেই শুরু। তারপর প্রতিদিন তোকে অন্তত পক্ষে একবার না দেখলে মন ভরতো না।

তিতির দাঁড়িয়ে বলল, আমি একা যেতে চাই তুহিনদা, প্লিজ লিভ মি এ্যালোন।

তিতিরের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে তুহিন বলতে লাগলো, প্রতিদিন কলেজ থেকে বেড়িয়েই পাপড়ি চাট কিনতিস, নিজে যত না খেতিস তার চাইতে বিলোতিস বেশি।

আমি কি শুনতে চেয়েছি এসব, তুহিনদা? কেন তুমি সঙ্গে আছো বলতো? তিতিরের কথায় তুহিন ছোট্ট করে হেসে বলল, আজ না বললে যে আর বলবার সুযোগটাই পাবো না।

তুহিন বলতে থাকল, আমি পাশ করে বেড়িয়েও কলেজে আসতাম শুধু তোর জন্য। চাকরির পরীক্ষা দিতাম বা দিচ্ছি সেটাও শুধু তোকে বিয়ে করবো বলেই।

এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তুহিনদা। কথাটা বলেই তিতির দ্রুত এগিয়ে যেতে চাইল।

বাড়াবাড়ির কী দেখলি তিতির? শুধু বলতে চাই ভালোবাসি, ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি।

যদি কখনও মনে হয় আমার ভালোবাসা নির্ভেজাল, চলে আসিস আমার কাছে। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব। কথাটা বলে তুহিন মৃদু হাসলো।

ছেলেটা কি তিতিরের পূর্ব পরিচিত? না সুন্দরী মেয়ে দেখে যেচে কথা বলে যাচ্ছে। সুদর্শনের মনে হল এবার তিতিরের কাছে ওর যাওয়া উচিত। পা চালিয়ে তিতিরদের যখন ঠিক পেছনে তখন সুদর্শন শুনতে পেল, অপেক্ষা কোর না তুহিনদা। আমার হাবি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আর আমিও ওকে। সুদর্শন ঠিক শুনলো তো!

আমিও না হয় দূর থেকেই ভালোবাসলাম তোকে, কি জানিস পাগলি সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও বিনিময়ে কিছু চায় না। কথাটা বলে তুহিন বিষাদ মিশ্রিত হাসি হাসল।

সুদর্শন আবার ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়লো। সুদর্শনের মনে হলো,

প্রতিপদেই হাহাকার ব্যাকুলতা,
প্রতিপদেই প্রতিবন্ধকতা।
প্রতি পদেই ভাঙা-গড়ার আয়োজন,
আবার প্রতি পদেই অবিচল প্রতীক্ষা।
তবু এক ঝাঁক মলয় বাতাস,
উড়িয়ে দেয় মন খারাপের আঁচল।
অবগুণ্ঠন মুক্ত করে,
প্রাতঃস্নান আর্দ্র সিক্ত মুখ
মুছিয়ে দেয় অভিমান,
মুছিয়ে দেয় ক্লান্ত অশ্রুধারা।

ক্রমশ

আজ আমাদের নির্বাচিত দুই কবি সুকোমল কান্তি দাস ও শিবশঙ্কর বক্সী

সাংবাদিকতা নিয়ে স্নাতকোত্তর, সাথে আইনে স্নাতক। কবি সুকোমল কান্তি দাস পেশায় মহকুমা পুলিশ অফিসার হিসেবে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে কর্মরত। কৈশোরকাল থেকেই কবিতার প্রতি গভীর আসক্তি। প্রথম পুরস্কার, রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম শতবার্ষিকীতে স্বরচিত কবিতার সরকারি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পাওয়া। সাহিত্য ও নাট্যচর্চা রক্তের মধ্যে প্রবাহিত। বাবা ছিলেন হুগলি জেলার অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সদস্য আর গণনাট্যের একনিষ্ঠ কর্মী। সুকোমলবাবুর বহু কবিতা কলেজস্ট্রিট, নবকল্লোল, আর্থিক লিপি, সামিয়ানা, আরও বহু লিটল্ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানী কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, হাবিব জালিব ওনার প্রিয়। জীবনানন্দ, শঙ্খ ঘোষ, নির্মলেন্দু গুন, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ওনার সর্বক্ষণের সঙ্গী। অধিভৌতবাদ, রাজনীতি, বিশেষত, সমকালীন রাজনীতি আর প্রেম ওনার কবিতার বিষয়বস্তু।

কবি সুকোমল কান্তি দাস

অগস্ত্য যাত্রাই বা কি করে হয়?

আমার পথে কে যেন পেতেছে ফরাস-
কারা যেন পথের পাশে বিছিয়েছে
ফুলের কেয়ারী,
উৎসবের গন্ধের ভারে নুব্জ বাতাস,
চারিদিকে সাজো সাজো রব,
কিসের অভ্যর্থনা?
করিনি কোনও যুদ্ধ জয়।
দিইনি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান,
অগস্ত্য যাত্রাই বা কি করে হয়?
পিছনে এখনও সেই দুটি চোখে
সন্ধে নামার মতো পলক পড়ে,
এখনও অন্তরের উঠোন সে রাঙ্গায় আবেগের
আল্পনায়,
এখনও সে শরীর চুলোয় আগুন জ্বালিয়ে অপেক্ষা
করে পেঁচার পালক ঝরা রাতে,
বোধহয় সে জানে আমার কাছে সুস্বাদু
যৌবনব্যঞ্জন রাঁধার অভ্যেস।

সে

আজ আবার সে সাজিয়েছে
এ হৃদয়ভুঁই এ ফুলের বাসর,
আকাশ থেকে নামায় সে নক্ষত্র
জমিয়ে দিতে মস্ত আসর।
এ মৃত্যু উপত্যকা ঠেলে দেয়
সে কোন বহুদূর?
আবার সে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামায়,
আমার শরীরে সমুদ্দুর।

মহাশূন্যের নির্লিপ্ত কুটির

মনের অবাধ্য উৎরাই কেটে
তুমি বানিয়েছো কিছু সিঁড়িপথ,
ত্যাগ তিতিক্ষার পাথর দিয়েছো বিছিয়ে
কোন সে মহাশূন্যের নির্লিপ্ত কুটিরে নিয়ে
যাবে তুমি?
আমি এখনও মাটিতে রেখেছি শিকড়,
তুমি বরং হৃদয়শয্যা পাতো
আমি রিক্ত হতে চাই স্বর্গীয় সহবাসে
তোমারই সাথে,

যে তুমি লুকিয়ে আছো এ আমার
ক্ষণিকের সমগ্রতার মাঝে।

চেয়ে নেব ঋণ

প্রতিটি ভোরের পিছনে পড়ে থাকে
বৃষ্টি ভেজা শেষরাত
তার গায়েই গা ঘষে আমি ভিজিয়ে নিই
জীবন রাঢ় মাটিতে গজিয়ে ওঠা
মহুয়ার শৈশব,
ফল হলে তুমি বানিও মহুয়ার মাদক রস
আমি রাতের কাছে চেয়ে নেবো ঋণ—
কিছু নিভৃত অন্ধকার

কবি শিবশঙ্কর বক্সীর জন্ম ১৯৫২ সালের ২৮ জুলাই, বরানগরে। পিতা স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বক্সী। মাতা স্বর্গীয়া সন্ধ্যারানী বক্সী। পেশায় বাস্তুবিজ্ঞানী। নেশায় ভ্রমণবিলাসী। সাহিত্য অনুরাগী, ছড়াকার ও চিত্রগ্রাহক। বাংলা ও বাংলার বাইরে এবং তৎসহ ভারতের বাইরে নানা বিখ্যাত জায়গায় ভ্রমণ করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কলমের আঁচড়ে নিখুঁতভাবে ছবির মতো এঁকেছেন তিনি। তাঁর রয়েছে চারটি ভ্রমণগ্রন্থ ও দুটি কাব্যগ্রন্থ। ভ্রমণপিপাসু হিসাবে তিনি জনপ্রিয় ও সুপরিচিত। তাঁর লেখা উপন্যাস 'মধুরেণ' ধারাবাহিকভাবে 'পথের দিশারী'তে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে তিনি থাকেন উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরের নেতাজি কলোনীতে।

কবি শিবশঙ্কর বক্সী

বসন্ত

বসন্তের রং হলুদ না লাল,
বারে বারে এই প্রশ্ন জাগে,
শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার অস্তিত্ব জানায়,
লালে লাল প্রান্তর, রক্তিম।

তবে বসন্ত কি এখন রক্তিম?
রং পাল্টানো গিরগিটির মতো
কখনও হলুদ, কখনও লাল,
একি তবে উষ্ণায়নের ফল?

কোথায় গেল বসন্তের মৃদু হাওয়া
কোথায় পাখির মিষ্টি কুহুতান
কবেই বা শুরু হবে পাতা ঝরার দিন
কোথায় পাব ভাটিয়ালির গান?

ভোরের ধরণী লাল হয়ে ওঠে,
পলাশ, কৃষ্ণচূড়া রক্তিম করেছে মৃত্তিকা
পূবের সূর্য লাল হয়ে মহিমা ছড়ায়
রাধাচূড়া কিন্তু হলুদ, সবকিছু ছাপিয়ে।

পাথেয়

ছিলি অনেক অনেক দূরে,
অনেক সাধ্য-সাধনা করে কাছে এলি,
ছিলিও অনেকদিন
আদর, যত্ন, ভালোবাসায় মন ভরিয়ে দিলি।

তবে কেন যাবি?
মন করে উচাটন, জানি না কী কারণে।
স্মৃতিগুলি শুধু ভিড় করে,
চোখ জলে ভেজে, শোনে না বারণ।

একি বিধাতার খেলা!
যুগ যুগ এভাবেই কি শেষ হবে!
মন বার বার প্রশ্ন করে,
শূন্য বুক ভরাতে আবার কবে আসবি?

চলে গেছিস অনেক অনেক দূরে,
বিদায়ের ধূসর পথ অশ্রুনদী,
তবে এটা কোনও গ্রহান্তরে নয়,
ফুলে ফুলে ঢাকা পথ ফিরে আসার আশা খোঁজে।

কবিতা

কবিতা, তুমি দিনে দিনে হচ্ছো দুর্বোধ্য,
নিত্যনতুন খেলা চলছে তোমাকে নিয়ে,
অন্তমিল, ছন্দমিল আজ বেপাত্তা
আজ শুধু গদ্যের দিন।
কবিতা, আজ তুমি গদ্যময়।
সবাই চায়, সবকিছুই আধুনিক হোক,
তাতে কবিতাই বা বাদ যাবে কেন?
মানুষ লিঙ্গ পাল্টে লিঙ্গান্তরের খেলায় মাতছে
তবে কবিতা মাতবে না কেন?